১০২৫

চিত্তচৈতন্যোদয়।

466

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৪৫ নং ভবনে,
স্কুলবুক প্রেসে শ্রীপঞ্চানন দাসদ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৪। ২৮শে মাঘ।

দুষ্প্রাপ্য
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
সংখ্যা ১০২৯

চিত্তচৈতন্যোদয়।

দিবসের কর্ম্ম সব সমাধান হলে।
বসিতেন মা আমার সন্তানমণ্ডলে ॥
অতি শিশু পুত্র যেই কোলে নিয়া তারে।
উপন্যাস কহিতেন অপর সবারে।।

এক দিন জিজ্ঞাসা করিনু তাঁর কাছে।
মানুষ মরিলে আর কেন না মা বাঁচে।।
কেহ কি মরিয়া পুন বাঁচে কি কখন।
বল মা জননি যদি শুনেছ এমন ।।

মা বলেন মরিলে কি বাঁচে বাছা কেহ।
প্রাণ তার উড়ে যায় পড়ে থাকে দেহ ।।
তবে এক গল্প আমি দেখি মনে করে।
এক জন কোথা নাকি বেঁচেছিল মরে ।।

হের দেখ বাছা সব কে জানে কি গ্রামে।
ছিলেন নৃপতি এক ধনেশ্বর নামে ।।
পুত্র পৌত্র ভাই বন্ধু নফর লস্কর।
লোক জন শত শত, সুখী ধনেশ্বর ।।

এক দিন নিশিতে পর্য্যঙ্কে নরমণি।
শুইয়া আছেন সুখে লইয়া রমণী॥
ভীষণ ভুজঙ্গ এক দংশন করিল।
বিষম গরলে রাজা পরাণ ত্যজিল॥

গুণের বণিতা তাঁর বিষণ্নবদনা।
কত বা কহিব তার দুঃখের কাঁদনা॥
হরি হরি মরি মরি বলে হায় হায়।
পতি সঙ্গে পুড়ি মরি সতী হতে যায়॥

পিতৃশোকে পুত্রগণ সন্তাপিত চিতে।
অগুরু চন্দন কাষ্ঠে সাজাইল চিতে॥
আনিল সুরভি ঘৃতকুম্ভ ভারে ভারে।
আনিল ধূপের রাশি যেবা যত পারে॥

করিতে সৎকার কার্য্য রাজপুত্র সব।
কান্দিতে কান্দিতে যায় যথা পিতৃশব॥
পূর্ব্বে না হইত নিদ্রা অপূর্ব্ব শয্যায়।
মৃত্তিকায় ধনেশ্বর সুখে নিদ্রা যায়॥

অপরূপ শুন কি বা সুখের উদয়।
পিতৃদেহ কাছে গিয়া দেখে পুত্রচয়॥
কাঁপিতেছে মন্দ মন্দ কণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণ।
নাসিকায় অল্প অল্প বহিছে পবন॥

আকাশ পাইল করে নিশ্বাস দেখিয়া।
রাখিল কনক খাটে জনকে তুলিয়া॥
জীবন জন্যেতে যত্ন করিয়া বিস্তর।
সু ধীর পৃথিবীপতি বাঁচে অতঃপর॥

সে যে বাছা বেঁচেছিল শুন তার মর্ম্ম।
অন্য ধনেশ্বরে আস্তে আজ্ঞা দেন ধর্ম্ম॥
যমদূত তার কিছু না বুঝি বিশেষ।
এই ধনেশ্বরে নিয়া যায় যমদেশ॥

যেরূপ কহিলা তিনি যম বিবরণ।
বাছারে সে শুনে বপু হয় বি-বরণ॥
তোমরা সে শুনে ভয় পাইবে সবাই।
সে সকল শুনে আর প্রয়োজন নাই॥

আমরা বলিনু ও মা বল বল বল।
কেমন যমের পুরী শুনিব সকল॥
রয়েছি ঘরের মাঝে ভয় কিবা তার।
বল শুনি যমের আলয় কি প্রকার॥

মা বলেন বালাই বাছারে মোর সবে।
কল্যাণ করুন কালী চিরজীবী হবে॥
সবিশেষ কহি তবে শুন এক মনে।
ধনেশ্বর যা দেখিল যমের ভবনে॥

প্রাণ পেয়ে মহীপাল উঠিয়া বসিল।
ভাই বন্ধু পরিজন পুলকে পূরিল।।
ডাকিয়া কহিলা তিনি শুন সর্ব্বজন।
অপরূপ দেখিলাম যমের ভবন।।

এ দেহ হইতে প্রাণ হইয়া বাহির।
বৃদ্ধাঙ্গুলি মত মম হইল শরীর।।
দেখিলাম দুই বীর বিকটলোচন।
মেঘের গর্জ্জনসম গভীর বচন।।

কটিতে পিঙ্গল বস্ত্র রাঙ্গা আভা তায়।
শ্মশ্রু দেখে অশ্রু ঝরে পরাণ শুকায়।।
আমারে মাঝেতে রাখি যায় দুই জন।
কত দূরে করি এক তরঙ্গ দর্শন।।

অপার সে পারাবার নাহি দেখি কুল।
তরঙ্গ হেরিয়া প্রাণ আতঙ্কে আকুল।।
ভাসিতেছে এক খানি ক্ষুদ্র জীর্ণ তরি।
ভাবনা হইল সিন্ধু কেমনেতে তরি।।

কেমনে হইব পার সঙ্গে নাই অর্থ।
অকুল সিন্ধুর কূলে ঘটিল অনর্থ।।
সে পাতারে কে সাঁতারে যেতে পারে, পারে।
পার কর্ত্তে কহিলাম কর্ণধারে, ধারে।।

কর্ণসম বুঝি সেই কর্ণধার হবে।
দয়া করে তরণীতে তুলে নিল তবে ॥
মাঝা মাঝি মাঝী যেই নিয়া গেছে তরি.
উঠিল বিষম ঝড় মহা বল করি ॥

তীর হেন তটিনীর নীর ছুটে যায়।
তীর ভেঙ্গে সুগভীর হ্রদ হয় তায় ॥
প্রবল প্রতাপে উঠে তুমুল লহরী।
মগ্নপ্রায় হৈল তায় জীর্ণকায় তরী ॥

কর্ণ ফেলে কর্ণধার বক্ষে হাত দিয়া।
বসিল তরীর মাঝে ব্যাকুল হইয়া ॥
উরু দুরু দুরু করি কাঁপিছে সঘন।
স্পন্দহীন বদনেতে না সরে বচন ॥

কাণ্ডারীর ভাব দেখে শুকাল বদন।
বিপদভঞ্জন নাম হইল স্মরণ ॥
হের ভবতারণ নামের দেখ রঙ্গ।
কুলেতে লাগিল তরি ঠেলিয়া তরঙ্গ ॥

পার হয়ে উঠি এক রাজ্যের উপর।
ধূম ধাম লাগিয়াছে অতি ভয়ঙ্কর ॥
দূর হতে ভাব দেখে ভয়ে জড় সড়।
পায় পায় লাগে যেতে শঙ্কা হলো বড় ॥

বড় সে কঠিন ঠাঁই নাহি কারো দেখা।
দোসর যমের দূত করিয়াছে ভেকা ॥
কাহার দোহাই দিব কে করে নিস্তার।
আকুল হইনু অতি ভাবিয়া অসার ॥

হইল মনের মাঝে আক্ষেপ অপার।
হায় রে অতুল ধন ভাণ্ডারে আমার ॥
সে ধন কিঞ্চিৎ সঙ্গে যদ্যপি থাকিত।
এদের তুষিলে দুঃখ কভু না ঘটিত ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া এই যুক্তি কৈনু সার।
লোভ দেখাইয়া যদি পাই সুনিস্তার ॥
কহিলাম যমদূতে করিয়া বিনয়।
আমারে দিওনা কষ্ট হইয়া নিদয় ॥

দৌত্য কার্য্য তোমাদের যমের আলয়।
তাহাতে অশেষ ক্লেশ দিবা নিশি হয় ॥
কৃপা যদি কর মোরে বীরেন্দ্রকেশরী।
মম রাজ্যে তোমাদের রাজেশ্বর করি ॥

মহাক্লেশে দেশে দেশে ভ্রমিতে না হবে।
রত্ন সিংহাসনে সুখে সমাসীন রবে ॥
করিবে কিঙ্করগণে সেবা অবিরত।
হইও না বীরবর সে সুখে বিরত ॥

এই বাক্য যদি মোর মুখে বাহিরিল ।
অগ্নিকুণ্ডে সর্পিঃ যেন ঢালি কেটা দিল ।।
দন্ত কড় মড় করি গরজে দু বীর।
থর থর কাঁপে মোর অধর শরীর ।।

বুঝিলাম যমের দূতের দেখে রীতি ।
এ রাজ্যের মত নহে সে রাজ্যের নীতি ।।
দূতেদের ভাব দেখে হলো অনুভব ।
ভিন্নমত মত যত সেথাকার সব ।।

এ রাজ্যের কর্ম্মচারী পুরুষ প্রধান ।
ধন পেলে নিধনকারীরে দেন ত্রাণ ।।
সে রাজ্যের কার্য্যে হৈল আশ্চর্য্য অন্তরে
দূত হয়ে রাজ্য-লোভ তুচ্ছ জ্ঞান করে ।।

সত্য বটে কেন বা মজিবে রাজ্যে মন ।
কেন বা রতন প্রতি হইবে যতন ।।
বড় অপরূপ ভাব দেখিনু সে ঠাঁই ।
রাজা প্রজা প্রভু ভৃত্য কিছু ভিন্ন নাই ।।

কোথাও দেখিনু ভাব অপরূপ অতি ।
একাসনে প্রজাসনে বসিয়া ভূপতি ।।
করিছে সবারে সবে সমান সম্মান ।
রাজা প্রজা বলে তার নাহি ভিন্ন জ্ঞান ।।

কোথাও প্রজারে দেখি রত্নাসনে বসি ।
করিছে চৌদিকে সেবা স্বর্গের রূপসী ।।
গন্ধ মাল্য আদি নানা ভূষিত ভূষণে ।
ধুলায় ধূসর রাজা লুণ্ঠিত ভূষণে ।।

এথা দেখেছিনু যারে ভীম অবতার ।
কাঁপিত মেদিনী গিরি পদদম্ভে যার ।।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ, গণ্ডার করিবর ।
যার ডরে বাস কৈল অরণ্যভিতর ।।

সেখানে সে জন যেন ভেকের সমান ।
মক্ষিকার স্বর শুনি হয় হতজ্ঞান ।।
কীট দেখে ভয় যার হইত এ ঠাঁই ।
সে বলে কিসের ডর কর তুমি ভাই ।।

এখানে যাহারে দেখে ঘৃণা হৈত মনে ।
সেখানে সে জন বসে কনক-আসনে ।।
সকলের পূজ্য হয়ে করে অধিবাস ।
গন্ধর্ব্ব কন্যায় সেবা করে বার মাস ।।

এথা জানিতাম যারে ধার্ম্মিক সুজন ।
দেবনিষ্ঠা শান্তমতি করুণা কারণ ।।
সেথা তার দশা দেখে হইল বিস্ময় ।
'দূর যা পাপিষ্ঠ ভণ্ড' বলে সবে কয় ।।

এখানেতে যে ছিল বাতুল সমতুল।
ভ্রমিত ভূধর কুঞ্জে হয়ে প্রেমাকুল ॥
বাকল কুটির বাস কুটীর নিবাস।
ফল মূল পাইলে পূরিত যার আশ ॥

সেখানে সম্ভোগ তার কে করে দর্শন।
আপনি করেন ধর্ম্ম প্রেম সম্ভাষণ ॥
নিরন্তর কিন্নর সেবায় নিয়োজিত।
উপাদেয় দ্রব্য নানা ভোজনে সঞ্চিত ॥

এই রূপ দেখে দেখে যাই ধীরে ধীরে।
কত দিকে কত কাণ্ড দেখি ফিরে ফিরে ॥
যেখানে হতেছে শাস্তি পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে।
উপনীত সেখানে হইনু কত ক্ষণে ॥

যেরূপ কঠোর শাস্তি হতেছে সেথায়।
এখন ভাবিলে পরে জ্বর আসে গায় ॥
প্রত্যক্ষ করিনু চক্ষে যে রূপ দুর্গতি।
হায় যেন নরের না হয় পাপে মতি ॥

গো, স্ত্রী, ভিক্ষু, ভ্রূণ আর ব্রহ্ম হত্যাকারী
পঞ্চ মহা পাপে পাপী যেই দুরাচারী ॥
কুম্ভীপাক নরকেতে থাকি নিরন্তর।
ছাড়িতেছে আর্ত্তনাদ তাপিত অন্তর ॥

মাঝে মাঝে যমদূত আসিয়া হঠাৎ।
লোহার ডাঙ্গস শিরে করিছে আঘাৎ ।।
কল কল তপ্ত তৈল আগুনে ফুটিছে।
পাব দিক হতে তাহে ডুবায়ে ধরিছে ॥

পুনশ্চ ডাঙ্গস মারি তুলিছে টানিয়া।
দুর্গন্ধ বিষ্ঠার হ্রদে ধরিছে পুতিয়া ।।
কিল কিল করে কৃমি বদনে ঢুকিছে।
কামড় মারিয়া ক্ষত বিক্ষত করিছে ।।

এইরূপ ভয়ঙ্কর দেখি ঠাঁই ঠাঁই।
কি হবে না গেলে নয় ধীরে ধীরে যাই ।।
লম্পটের শাস্তি যথা হয় বিপরীত।
কতক্ষণে সেখানে হইনু উপনীত ।।

অগ্নির পালঙ্ক আর শয্যা অগ্নিময়।
অগ্নিবিনির্ম্মিত তাহে রমণী নিচয় ।।
কামাতুর পুরুষেরে ডাকি নানা রসে।
কৌতুক করিয়া কোলে চাপি ধরে কসে ।।

দহনে দুর্ম্মতি ঘোর আর্ত্তনাদ ছাড়ে।
ছাড় ছাড় বলে অঙ্গ জ্বালায় আছাড়ে ।।
অমনি ডাঙ্গস মারি যমের কিঙ্কর।
নরক কুণ্ডেতে মুখ ডুবায় সত্বর ।।

পুনশ্চ নরক হতে তুলিছে টানিয়া ।
তীক্ষ্ণ সূচি মুখে চোকে দিতেছে গুঁজিয়া ॥
তপ্ত তৈলে ভাজা ভাজা করিছে শরীর ।
ধড় ফড় করে সবে হইয়া অধীর ॥

লৌহ পিঞ্জরেতে পুন পূরিয়া তাহারে ।
চৌদিক হইতে সব ডাঙ্গস প্রহারে ॥
সুতীক্ষ্ণ কাঁটায় তনু করিছে বিক্ষত ।
কি কব যন্ত্রণা চক্ষে দেখিলাম যত ॥

কৃপণের শাস্তি যথা হতেছে কঠোর ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেথা যাই অতঃপর ॥
যেরূপ দেখিনু সেথা দুঃসহ যাতনা ।
কৃপণতা যেন নাহি করে কোন জনা ॥

দেখিলাম যত সব কৃপণ সেথায় ।
কণ্ঠ কাটা খেতে নারে কাতর ক্ষুধায় ॥
শকুনীর প্রায় অতি শুষ্কতনু সব ।
করিতেছে চারি ধারে চিঁচিঁ চিঁচিঁ রব ॥

চারি ধারে মিষ্ট অন্ন অমৃত সমান ।
থরে থরে স্বর্ণ থালে রয়েছে সাজান ॥
সুবর্ণ ঝারীতে জল কর্পূরবাসিত ।
চৌদিকে অপরিমিত রয়েছে সঞ্চিত ॥

ব্যস্ত হয়ে যদি তারা দেয় তাতে হাত।
অমনি বিষ্ঠার রাশি হয় অকস্মাৎ॥
ললাটে আঘাত করি ছাড়ে আর্ত্তনাদ।
বড় দুঃখ হলো মম দেখে সে বিষাদ॥

এরূপ দেখিয়া যাই ভাবিয়া শঙ্কট।
উপনীত হৈনু ক্রমে যমের নিকট॥
শমন সহিত মম না হলো দর্শন।
লোক মুখে শুনিলাম নানা বিবরণ॥

কেহ বলে একি মূর্ত্তি করি দরশন।
অরুণ সমান দুই বিকট লোচন॥
কড় মড় করিতেছে দশন অধরে।
উদ্যত মুদ্গার করে প্রহার বা করে॥

কেহ বলে আহা মরি কি চারু মূরতি।
প্রসন্ন বদনে কিবা মধুর ভারতী॥
দুই কর প্রসারিয়া হাসিতে হাসিতে।
পুত্র বলে কোলে যেন চাহিছেন নিতে॥

খাতা পত্র নিয়া চিত্রগুপ্ত বসে আছে।
যমদূত গণ মোরে দিল তাঁর কাছে॥
থর থর কাঁপিতেছে হৃদয় অধর।
দাঁড়ায়ে রহিনু ভয়ে হয়ে বদ্ধ স্বর॥

দেখিনু বিচার সেথা অদ্ভুত প্রকার।
বদনে না সরে বাণী কহিতে বিস্তার॥
মৃত প্রাণী যত সব আছে দাঁড়াইয়া।
বিচার করেন ধর্ম্ম সবারে ডাকিয়া॥

কত প্রাণী আসিছে যাইছে কত আর।
গণনা করিয়া কে বা সংখ্যা করে তার॥
কতক্ষণে একজন দেখিনু সে স্থলে।
আলাপ তাঁহার সঙ্গে ছিল ধরাতলে॥

পরম পণ্ডিত তিনি গুণের আকর।
ধরায় সকলে তাঁরে করিত আদর॥
জ্যোতিষ সঙ্গীত বাদ্য সাহিত্য নাটক।
নানা বিদ্যা-বিশারদ শাস্ত্র-অধ্যাপক॥

দাঁড়ালেন আসি তিনি ধর্ম্মের সম্মুখ।
মুখ শুকায়েছে ভয়ে কাঁপিতেছে বুক॥
চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিল তাঁর প্রতি।
কি ধর্ম্ম করেছ বল গিয়া বসুমতি॥

চিত্রগুপ্ত মুখে এই বচন শুনিয়া।
চিত্রপট সমান রহেন দাঁড়াইয়া॥
ঝর ঝর চক্ষুজলে বক্ষ ভেসে যায়।
মনেতে ভাবেন হায় কি হবে উপায়॥

কত সাধে শিখিলাম শাস্ত্র নানামত।
অনর্থের জন্য হৈল সে সকল যত ॥
না কৈল স্বহিত কিছু সাহিত্য অসার।
ভূগোল গোলের তরে হইল আমার ॥

যেরূপ ধর্ম্মের কাছে কঠিন বিচার।
ন্যায় না করিবে কিছু সুসার তাহার ॥
কি করি এখন হায় উপায় কি হবে।
এতেক ভাবিয়া তিনি রহেন নীরবে ॥

বুদ্ধি লুপ্ত চিত্রগুপ্ত দেখিয়া তাঁহার।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরে তাঁর জিজ্ঞাসে বিস্তার ॥
কহ হস্ত তোমারে এ জন মহী মাঝে।
দিবস যামিনী ব্যস্ত রাখিল কি কাজে ॥

যদ্যপি দেখিতে কেহ বিপদে পতিত।
দেখিতে যদ্যপি কেহ হয়েছে তাপিত ॥
কাহারেও পীড়িত করিলে দরশন।
সাধ্যমতে করেছ কি যন্ত্রণা মোচন ॥

নয়ন আমারে সাক্ষ্য দেহ সত্য করে।
কি কর্ম্ম করিলে তুমি অবনী ভিতরে ॥
কাহারেও দেখে তুমি দুঃখেতে বিচল।
তারা হতে নীর ধারা ফেলেছ কি বল ॥

সত্য বাণী শ্রবণ বলহ মম প্রতি।
কি কর্ম্ম করেছ তুমি গিয়া বসুমতী ।।
পরের সদ্গুণ আর পরের মঙ্গল।
এইত শুনিতে ভাল বাসিতে কেবল ।।

রসনা আমারে কহ বচন স্বরূপ ।
ধরণীতে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে কিরূপ ।।
সন্তাপিত যদ্যপি দেখিতে কোন জনে।
তুষ্ট কি করেছ তারে মধুর বচনে।

কহ জিহ্বা তোমারে জিজ্ঞাসি সবিশেষ।
দিতে কি অজ্ঞান জনে সৎ উপদেশ ।।
অধর্ম্ম করিলে কেহ অজ্ঞতার দায়।
নীতি কয়ে ধর্ম্ম পথে এনেছ কি তায় ।।

মম প্রতি কহ বুদ্ধি প্রমাণ বচন।
কি কাজে তোমারে ভবে রাখিল এজন।
দেখিয়া বিশ্বের ভাব চিনিয়া ঈশ্বরে।
হতো কি প্রচুর সুখ অন্তর ভিতরে ॥

একে একে চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসে সকল।
ভয়েতে আকুল তিনি আঁখি ছল ছল ॥
কি হবে ভাবিয়া তিনি হলেন ফাঁফর।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরা সব করিছে উত্তর ॥

হস্ত বলে মহাশয় নিবেদন করি।
যে কাযেতে ব্যস্ত ছিনু দিবা বিভাবরী ॥
দুর্ব্বলে আঘাত আর দুর্ব্বলে পীড়ন।
এই বই অন্য কাযে না ছিনু কখন ॥

মিথ্যা না কহিব শুন প্রমাণ উত্তর।
আর যে করিনু কর্ম্ম ধরণী ভিতর ॥
দস্যু কর্ম্মে সদা অর্থ করে উপার্জ্জন।
স্বৈরিণীর হস্তে সদা করেছি অর্পণ ॥

বিনয়ে কহিল নেত্র শুন মহা প্রভু।
কোপদৃষ্টি বিনা অন্যে না দেখিনু কভু ॥
পরদুঃখ দেখিলে হইত বড় সুখ।
পাইলে পরের ছিদ্র বাড়িত কৌতুক ॥

শ্রবণ কহিছে কর শ্রবণে শ্রবণ।
ভবের ভিতরে কর্ম্ম করিনু যেমন ॥
পর নিন্দা শুনিতে পাইলে নিরবধি।
থাকিত না তবে আর সুখের অবধি ॥

পৃথিবীতে সদা দ্বন্দ্ব লোকে লোকে হয়।
বাক্যবলে সেখানে করেছি হয় নয় ॥
যে দিত প্রচুর ধন বাঁচাতাম তায়।
যতনে শিখেছি তর্ক কে আঁটে কথায় ॥

ভাল মন্দ না জানি গিয়াছি যেই পথে।
কথার কৌশলে অনে এনেছি সে মতে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম না জানি যাহাতে লাভ হবে।
সে কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিয়াছিনু সবে ॥

বুদ্ধি বলে মম বাণী শুন মহাশয়।
স্বভাবতঃ সুক্ষ্ম আমি ছিনু অতিশয় ॥
অজ্ঞান পশুরে দেখে দুর্ব্বল নিতান্ত।
মনুষ্যের দাস তারা করিনু সিদ্ধান্ত ॥

পড়িয়া চার্ব্বাক শাস্ত্র সূক্ষ্ম হৈনু আর।
আছি কি না আছি শেষে জানা হলো ভার ॥
কাযেই হেলায় কৈনু ঈশ্বর কে হয়।
আপনি হয়েছে সৃষ্টি না আছে সংশয় ॥

অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরা করে এরূপ উত্তর।
চিত্রগুপ্ত বলে অরে দুর্ম্মতি পামর ॥
এই সব কর্ম্ম তুমি করিলে অবনী।
সমুচিত শাস্তি তার দিব রে এখনি ॥

এত বলে আজ্ঞা দিল অর্ব্বুদ কিঙ্করে।
রৌরব নরকে এরে লহ শীঘ্র করে ॥
তপ্ত তৈলে ভাজা ভাজা কর এর দেহ।
চোকে মুখে তপ্ত লৌহ কাঁটা গুঁজে দেহ ॥

দেখিয়া তাহার শাস্তি ভয় হলো বড় ।
বদনে না সরে বাণী অঙ্গ জড় সড় ।।
হেন কালে চিত্রগুপ্ত ডাকেন আমায় ।
ভয়ে অভিভূত হয়ে যাইনু 'সথায় ।।

ভাগ্যের উদয় কিবা শুন সর্ব্ব জন ।
মম পানে দৃষ্টি করি চিত্রগুপ্ত কন ।।
অরে অনুচরগণ কি করেছ আর ।
কাহারে এনেছ ধরে না করে বিচার ।।

এই ধনেশ্বর আন্তে না দিনু আরতী ।
অন্য ধনেশ্বর আছে যাহ শীঘ্রগতি ॥
আশু এরে রেখে এস অবনী ভিতর ।
বিলম্ব কোর না আন অন্য ধনেশ্বর ॥

এই ধনেশ্বর বাস করে যে নগর ।
তাহারো বসতি সেথা শুন রে কিঙ্কর ॥
সামান্য সে নয় অতি ধার্ম্মিক সুজন ।
যাইবে পুষ্পক রথ তাহার কারণ ॥

আমারে লইয়া তবে আসে যমদূত ।
চৌদিকে দেখিনু কাণ্ড পরম অদ্ভুত ॥
সেথাকার হাব ভাব হেরিলে নয়নে ।
ধরাতে আসিতে সাধ নাহি হয় মনে ॥

কোন খানে দেখিলাম মনোহর বাটী।
স্বর্ণ পাটে দেউল রচিত পরিপাটী ॥
নীলকান্ত মণি বেদি সুন্দর গঠন।
উড়িছে সুগন্ধি রেণু অম্বুজ আসন ॥

নানা বিধ উপাদেয় রয়েছে প্রচুর।
সুধাময় সৌরভেতে ক্ষুধা হয় দূর ॥
থরে থরে প্রতি ঘরে অমৃত সুরস।
পরিপূর্ণ রহিয়াছে সহস্র কলস ॥

ফিরিছে সে হর্ম্ম্য মাঝে অপ্সর রমণী।
পূর্ণচন্দ্রনিভাননী বিশালনয়নী ॥
কার হস্তে পুষ্প মাল্য সুগন্ধ চন্দন।
চামর কাহার হস্তে বিচিত্র বরণ ॥

কোন ধনী নানাফুলে গাঁথি গুঞ্জ হার।
সযতনে সাজাইছে যত গৃহ দ্বার ॥
কোন খানে অঙ্গনা হইয়া হৃষ্টমন।
অঙ্গনে করিছে নানা সুগন্ধি সিঞ্চন ॥

চৌদিকে বাজিছে নানা বাজনা সুন্দর।
ঝাঁঝরী মৃদঙ্গ বিনা কাংস্য মনোহর ॥
আসিবেন ধনেশ্বর হয়ে হৃষ্টচিত।
করিছে সকলে নানা মধুর সঙ্গীত ॥

সুশোভন কানন পথের মাঝে মাঝে।
কামলতা কতরূপ তার কাছে সাজে॥
কূজিত কোকিল ডাকে গুঞ্জরে ভ্রমর।
হেরিলে কান্তার কান্তি জুড়ায় অন্তর॥

মনোহর সরোবর উদ্যান ভিতরে।
নানাজাতি জলচর তাহে কেলী করে॥
চারিধারে বকাবকী করে বকা বকী।
কেলীপর কৌতুকে বিহরে চকাচকী॥

এরূপ বিচিত্র ভাব নয়নে হেরিয়া।
পাইয়া পরম প্রীতি আসি পথ দিয়া॥
কতক্ষণে প্রাণ মম শরীরে সঞ্চারে।
পুনশ্চ ঘরেতে দেখি তোমা সবাকারে॥

এখন আমার বাক্য শুন সর্ব্ব জন।
কোথা অন্য ধনেশ্বর কর অন্বেষণ॥
ধর্ম্মপরায়ণ তিনি বড় পুণ্যশালী।
হয়েছে কি হবে তাঁর মৃত্যু আজি কালি॥

তাঁহার জীবন কথা শ্রবণে শুনিব।
যে কর্ম্ম করিলা তিনি সে কর্ম্ম করিব॥
তবে সে শমন শঙ্কা না রহিবে আর।
হেলায় পাইব অন্তে নরকে নিস্তার॥

এ কথা শুনিয়া তবে ধায় শত জন।
কোথা অন্য ধনেশ্বর করে অন্বেষণ ৷৷
পরম যতনে খুঁজে প্রতি ঘর ঘর।
হেন জন নাহি নাম ধরে ধনেশ্বর ৷৷

নিবিড় বিজন এক নগরের পাশে।
পরিশেষে সকলেতে সেই খানে আসে ৷৷
ভগ্ন এক কুঁড়ে তাহে ঝল মল করে।
তার মধ্যে নারী এক কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ৷৷

কেন কান্ত শান্তমতি গুণের সাগর।
কান্তারে ফেলিয়া গেলে কান্তার ভিতর ৷৷
পতি বিনা সতী বল দাঁড়াবে কোথায়।
গুণমণি! দিনমনি ত্যজে কি ছায়ায় ৷৷

কান্না শুনে শত জন যায় সেই খানে।
সতীরে সান্ত্বনা করে বিহিত বিধানে ৷৷
পরিশেষে কহে সবে অঞ্জলি বাঁধিয়া।
কি দুঃখে কান্দিছ সতি কহ বিশেষিয়া ৷৷

অঞ্চলে মুছিয়া আঁখি বসে বরাননী।
বলে তোরা কে এলিরে বৈসরে বাছনি ৷৷
কে আছে রে দুখিনীকে সান্ত্বনা করিতে।
বড় ভাগ্যে তোমাদের পাইনু দেখিতে ৷৷

কি কব দারুণ কথা বাক্য নাই মুখে।
বিষাদে বিদরে বুক মরি মনো দুখে॥
এ বনেতে স্বামী আর আমি দুই জন।
ছিলাম সুখেতে দুঃখ না জানি কেমন॥

সম্পত্তির পতি সেই পতি মম ছিল।
সদা সদাচারে তাঁর জীবন কাটিল॥
ফল মূল ভোজন করিলা কত কাল।
কভু না জানিলা প্রভু দুঃখের জঞ্জাল॥

আজিকে প্রভাতে বড় দুর্দ্দৈব ঘটিল।
স্বর্গ পথ হতে এক সুরথ আইল॥
সুরতরঙ্গিণী তাহে করিতেছে গান।
সুর তরঙ্গিণী শূন্যে বহিছে উজান॥

উল্কাপাতে যামিনীতে আলো যেন হয়।
হইল সেরূপ আলো বনে সে সময়॥
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ হৈল বনস্থল।
উঠিলেন কান্ত রথে পেয়ে কুতূহল॥

যে সব কামিনী সেই রথমাঝে ছিল।
তরঙ্গিণী নীরে তাঁরে স্নান করাইল॥
অপূর্ব্ব কুসুম মাল্য কণ্ঠেতে পরায়ে।
লয়ে গেল স্বর্গপথে বাজনা বাজায়ে॥

আর না হেরিনু মম প্রাণের ঈশ্বরে।
কাঁদিতেছি পড়ে এই ধূলার উপরে ॥
এই ত শুনিলে বাপু অদ্ভুত কাহিনী।
পতি ছেড়ে গেছে মোর আমি অভাগিনী ॥

এত শুনি সবে বলে তুমি সাধ্বী সতী।
সার্থক করিলা তাঁরে ধন্য তব পতি ॥
ভাগ্যের গরিমা তাঁর না যায় কহন।
সশরীরে স্বর্গেতে করিলা আরোহন ॥

গুণবতী সতী তুমি দয়াহীনা নও।
হতেছি শরণাগত সুপ্রসন্ন হও ॥
তোমার পতির তত্ত্বে আমা সর্ব্বজনে।
পাঠালেন নরপতি পরম যতনে ॥

পুণ্য বলে গিয়াছেন তিনি স্বর্গ ধাম।
না হইল আমাদের পূর্ণ মনস্কাম ॥
এই ভিক্ষা চাই দেবি মিনতি করিয়া।
ধন্য কর ধরাধিপে আপনি যাইয়া ॥

সতী বলে সে কি কথা একি আর বল।
পতিশোকে একে আমি বিষম বিকল ॥
কেমনেতে যাব তাতে জেতে আমি নারী।
লজ্জা করে এ দশায় যেতে আমি নারি ॥

বিষণ্ণ হইয়া সবে এতেক শুনিয়া।
পুনশ্চ সাধিলা তাঁরে অশেষ করিয়া ।।
অগত্যা সম্মতি সতী দিয়া সর্ব্বজনে।
ভূপতিভবনে যান মরাল গমনে ।।

সতীরে ভূপতি কাছে দিয়া সর্ব্ব জন।
কহিল বিশেষ করে সকল কথন ।।
আনন্দে নৃপতি তাঁরে বিস্তর বাখানি।
কহিছেন মৃদু মন্দ সুমধুর বাণী ।।

তুমি সতী গুণবতী এ জগতে সার।
ভাগ্যবতী কে বা আছে সমান তোমার ।।
বড় পুণ্যে পেয়েছিলে পতি প্রাণধন।
না জন্মিল তাঁর তুল্য মানব সুজন ॥

দয়া করে কহ তাঁর জীবন আখ্যান।
কিবা ধর্ম্ম ছিল তাঁর কিবা ধ্যান জ্ঞান ।।
কি কর্ম্ম করিয়া তিনি কাটালেন কাল।
কহ দেবি ঘুচুক মনের কুজঞ্জাল ।।

এত শুনি শশিমুখী ভাসি আঁখি জলে।
বলে হায় কব বা কি প্রাণ উঠে জ্বলে ॥
তবে যদি আপনার উপকার হয়।
বিশেষিয়া কহি তবে শুন সমুদয় ॥

কীর্ত্তি ধামে বসেছিল আমাদের আগে।
কতদিন ছিনু সেথা বড় অনুরাগে॥
অতুল সম্পদ ছিল আমার পতির।
সর্ব্বদা সদ্ব্যয়ে রত ছিলেন সুধীর॥

পর উপকার তাঁর ছিল প্রিয় কর্ম্ম।
একই অহিংসা তাঁর প্রীতিকর ধর্ম্ম॥
অজ্ঞান জনেরে তিনি দেখিলে নয়নে।
দিতেন সু উপদেশ মধুর বচনে॥

এপ্রকার ছিল তাঁর মূরতি প্রসন্ন।
যে দেখিত সেই সুখী হইত সম্পন্ন॥
বলিতে না পারি তাঁর গুণের গরিমা।
অপূর্ব্ব নির্ম্মল রূপ প্রেমের প্রতিমা॥

কতেক দিবসে প্রভু ঔরসে তাঁহার।
জন্মিল কুমার এক গর্ব্ভেতে আমার॥
পুত্রের প্রফুল্ল মুখ পিযূষ পয়োধি।
হেরে না রহিল আর সুখের অবধি॥

আনন্দেতে পতি মম হয়ে যত্নবান্।
দীন দুঃখী জনে নানা করিলেন দান॥
সুখের উৎসবে পূর্ণ হইল ভবন।
সকলের মুখে হাসি হেরিয়া নন্দন॥

কালনামী নামে মম ছিলেন দেবর।
হিংসায় অন্তর তাঁর হৈল জ্বর জ্বর ॥
প্রাণের বাঁছারে মম মারিয়া প্রহারে।
আমাদের শাস্তি দিল বিহিত প্রকারে ॥

অতঃপর দুজনারে বান্ধি রজ্জু দিয়া।
গৃহের ভিতর হতে দিল খেদাইয়া ॥
সহজে অবলা আমি দুঃখ নাহি সহে।
দু নয়নে দর দর অশ্রুধারা বহে ॥

বদনে না সরে বাণী ধরি তাঁর হাত।
কহিলাম কি হইল বল প্রাণনাথ ॥
দশ মাস দশ দিন ধরিনু জঠরে।
কোথা সে কুমার মম দেহ হে সত্বরে ॥

ভাল মন্দ কিছু নাহি বলিয়া প্রাণেশ।
ঈশ্বরের প্রতি স্তব করিলা অশেষ ॥
অহে দীন দয়াময় অনাদি কারণ।
এই ভিক্ষা দেহ দাসে দেখে অকিঞ্চন ॥

ভ্রান্তি বশে ভ্রাতা মম করিয়াছে মন্দ।
সু জ্ঞান তাঁহারে দেহ ঘুচাইয়া ধন্ধ ॥
কোন কালে যদি কিছু পুণ্য থাকি করে
সেই পুণ্য দিব প্রভু ক্ষম সহোদরে ॥

জন্মিল আমার মার গর্ব্ভেতে যে জন।
যতনে জননী কত করিলা পালন ॥
মায়ের যত্নের ধন থাকিবে বিষাদে।
ক্ষম প্রভু তা দেখিলে প্রাণ মম কাঁদে ॥

এত বলি প্রাণ পতি ত্যজি সেই পুর।
ক্রমে ক্রমে ভ্রমিয়া আইলা এত দূর ॥
পরিশেষে এই দেশে হয়ে উপনীত।
বসতি করিলা স্থান পেয়ে মনোনীত ॥

সে অবধি আছি মোরা এ পুর ভিতরে।
আর না ফিরিয়া গেনু আপন নগরে ॥
কেবল বিভুর ভাবে মজে মম পতি।
থাকিতেন দিবা নিশি হয়ে হৃষ্টমতি ॥

চরমে এত যে দুঃখ ঘটিল প্রভুর।
তবু তাঁর মনে সুখ ছিল সুপ্রচুর ॥
এক দিন জিজ্ঞাসিনু করি প্রণিপাত।
এত দুঃখে সুখী কিসে থাক প্রাণনাথ ॥

পূর্ব্বেতে করিতে বাস মণির মন্দিরে।
এখন হে দিনপাত পত্রের কুটীরে ॥
পূর্ব্বেতে শুইতে দিব্য কুসুম শয়নে।
শৈবাল শয্যায় এবে থাক হে কেমনে ॥

মনোনীত নবনীত দুগ্ধ ক্ষীর-সর।
ভোজন করিতে প্রভু ভোজ্য মনোহর॥
এখন আহার শুধু বন ফল মূল।
তাতেও কেমনে তুষ্টি পাও হে অতুল॥

হাসি কহিলেন কান্ত শুন স্বর্ণলতা।
কেমনে যে সুখী থাকি সামান্য সে কথা॥
শতদল দলগত যেমন জীবন।
মনুষ্যের দশা প্রিয়ে জানিবে তেমন॥

হৈম গেহে খট্টোপরি কভু নিদ্রা যায়।
কভু নিদ্রা অনাবৃত তরুর তলায়॥
কখন ভোজন দিব্য ক্ষীর ননী সর।
মুষ্টি ভিক্ষা তরে কভু ফিরে ঘর ঘর॥

পৃথিবীর গতি এই শুন গুণবতী।
এতে যে হতাশ হয় সে অবোধ অতি॥
চিরকাল দিন নাহি থাকে একভাব।
চিরকাল নাহি থাকে তিমির প্রভাব॥

চিরকাল নীল নহে নীরদ নিচয়।
বজ্রপাত বিদ্যুত্তিকা চির নাহি রয়॥
চির না শোভিত ফুলে সুরভি কানন।
পত্রহীন চির নহে শ্রীভ্রষ্ট গহন॥

চির দিন সুখ ভোগ নাহি করে লোক।
কেহ নাহি চির দিন দুঃখে করে শোক॥
সুখ দুঃখ আয়ত্তন মানব-শরীর।
এতে যে অধৈর্য্য হয় সে বড় অধীর॥

মনুষ্যের উপযুক্ত সদা এই হয়।
সতত করিবে কর্ম্ম যুক্তিতে যা লয়॥
দুঃখ যদি ঘটে তাহা করিবে বহন।
সম্পদে গর্ব্বিত নাহি হবে কদাচন॥

প্রিয়ভাষী পতি মম হাসিয়া অন্তরে।
দিলেন উত্তর এই মৃদু মন্দ স্বরে॥
পাইয়া পরম পীতি প্রফুল্লিত প্রাণে।
বসিনু সহাস্যমুখে পতি সন্নিধানে॥

বিচিত্র বিনোদ বন বিধি বিনির্ম্মিত।
দম্পতি আছিনু সেথা সুখ অপ্রমিত॥
এক দিন দিবা শেষে মুনি এক জন।
আমাদের কুঞ্জে এসে দিলেন দর্শন॥

ব্যস্ত হয়ে পতি মম পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
অভ্যর্থনা করিলেন অশেষ করিয়া॥
সানন্দে কহেন মুনি মধুর বচনে।
পাইনু পরম সুখ তোমার দর্শনে॥

শ্রবণে শ্রবণ কর করুণা নিধান।
যে আশায় আসা মম তব সন্নিধান॥
শুনেছি কর্ণেতে আমি তব গুণগ্রাম।
বড় জ্ঞানী তুমি ধর্ম্ম তত্ত্বের সুধাম॥

জ্ঞানহীন আমি যদি দয়া মোরে হয়॥
ঈশ্বর কেমন বস্তু কহ মহাশয়॥
নানা যাগ যজ্ঞ কৈনু হোম আদি ক্রিয়া।
নারিনু চিনিতে তাঁরে বিস্তর করিয়া॥

গিয়াছিনু কত তীর্থ কত লব নাম।
সাগর-সঙ্গম গয়া গঙ্গা কাশীধাম॥
নিত্য লক্ষ নীলোৎপল করে নিরূপণ।
পূজিনু কতেক কাল বিভুর চরণ॥

অতি দীন দুরাশয় নরাধম আমি।
চিনিতে নারিনু তবু জগতের স্বামী॥
কি রূপেতে উপাসনা করিলে তাঁহার।
পাইব দর্শন তাঁর কহ সুবিস্তার॥

আর এক চিন্তা মম অন্তরে উদয়।
পঞ্চত্ব পাইলে কোথা আত্মা পুনঃ রয়॥
ভূতযুত দেহ এই অদ্ভূত প্রকার।
ভূতে ভূত মিশিলে কি রবে কোথা আর॥

নানা জনে নানা ভেবে নানা কথা কয় ।
বুঝিলাম সব মিথ্যা বিশ্ব তমোময় ॥
এইকাল পরকাল সকলি অসার ।
নয়ন মুদিলে পরে জগৎ আঁধার ॥

পতি মম কহিলেন শুন মহাশয় ।
ভ্রম বশে হেন কহা উপযুক্ত নয় ॥
মম মানা মুনি-গণি মান মনে মন ।
এরূপ বিরূপ ভাব ভেব না কখন ॥

বিভুর ভাবের মাঝে না পারি পশিতে ।
উচিত না হয় তব এমন কহিতে ॥
নিজ বুদ্ধিমত আমি কহি মহাশয় ।
শ্রবণে শ্রবণ কর হইয়া সদয় ॥

অজর অনন্ত বিভু নিত্য নিরঞ্জন ।
ভকত বৎসল তিনি অনাদি কারণ ॥
কাহারো সহিত তাঁর নাহি হয় তুল ।
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর তিনি সুক্ষ্ম স্থূল ॥

কলেবর করে কোথা নয়ন দর্শন ।
নয়ন সবারে কিন্তু করে বিলোকন ॥
নয়নের নয়ন তিনি যে সর্ব্বময় ।
কেমনে দেখিবে তাঁরে কহ মহাশয় ॥

কত দিন ভক্তি ভাবে ধ্যান করে তাঁর।
হেরেছি মূরতি তাঁর অদ্ভূত প্রকার॥
দেখা নাহি পেয়ে তাঁরে দেখেছি নিশ্চয়।
নিরাকার ব্রহ্ম তিনি সর্ব্বগুণ ময়॥

প্রীতিপুষ্প যদি থাকে অন্তর ভিতরে।
কি কায তুলিয়া ফুল বন বনান্তরে॥
ভকতি যেখানে সদা সেখানে মুকতি।
তীর্থ যাত্রা বল তবে কিসের যুকতি॥

জিজ্ঞাসিলে বড় কথা মুনি মহাশয়।
পঞ্চত্ব পাইলে পরে আত্মা কোথা রয়॥
কি দিব উত্তর আমি জীব বই নই।
সাধ্য মত এই তবে তত্ত্ব কথা কই॥

এই সার কথা মুনি জানিবে নিশ্চয়।
দেহ আর আত্মা দুই ভিন্ন বস্তু হয়॥
যেরূপ হউক দেহ হইলে পতন।
সে ধ্বংসে আত্মার ধ্বংস না হয় কখন॥

পঞ্চভূত জড়িত যে কলেবর হয়।
কার্য্যযন্ত্র মাত্র তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
ইচ্ছা বিনা সেই যন্ত্র কার্য্য করে কনে।
ইচ্ছাগতি আত্মা বিনা অন্যে না সম্ভবে॥